আখতারুজ্জামান ভূঁইয়া ও এনামুল হক

মাধ্যমিক শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রম

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সেকেন্ডারি এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নয়নের মাধ্যমে সরকার ১৯৯৪ সালে শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রম শুরু করে। এ কার্যক্রমের মূলে ছিল অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি। ১৯৯৮ সালে এসে তৈরি করা হয় ১০ বছর মেয়াদি সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্ল্যান। এ প্ল্যানের আওতায় ২০০০ সাল থেকে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট বা সেসিপের যাত্রা শুরু।

প্রকৃতপক্ষে সেসিপের মাধ্যমেই সরকারের শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রম সূচিত হয়। সেসিপের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ব্যবস্থাকে কর্মসংস্থান উপযোগী (Relevence to Workforce) করা। ব্যাপক অবকাঠামো উন্নয়ন, সেবা বৃদ্ধি ও জনবল নিয়োগ, উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, পাইলটিং, কারিকুলাম তৈরি, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের উপযোগী পরিবেশ তৈরি করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। প্রকল্পটির প্রস্তাবিত মেয়াদ ২০০৫ সালে সমাপ্ত হলেও নতুন কোনো অর্থ বরাদ্দ না করে ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু ছিল।

এ প্রকল্পের আওতায় জরাজীর্ণ, অস্থায়ী জেলা শিক্ষা কার্যালয়গুলোর পরিবর্তে আধুনিক ভবন নির্মাণ করা হয়। শিক্ষা ও যোগাযোগে অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর শিক্ষার উন্নয়নে ৫৯টি নতুন স্কুল নির্মাণ করা হয়। ইতিমধ্যে ৫০টি প্রতিষ্ঠান সুনামের সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২৫০টি স্কুলে দুটি করে ক্লাস রুম, টয়লেট ও নলকূপ স্থাপন করা হয়। ১৯৯৮ সালে বন্যায় বিধ্বস্ত ৫০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামত করা হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান সমস্যা জনবলের অভাব। এ অভাব দূর করার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ে (জেলা ও উপজেলা) প্রায় ১,১০০ জনবল নিয়োগ করা হয়। কেন্দ্রীয় পর্যায়ের জনবলের মধ্যে রয়েছে বিশেষজ্ঞ, নীতি ও কৌশল গবেষক, ব্যবস্থাপক। অন্যদিকে মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, পরিদর্শন ও নতুন পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য উচ্চ শিক্ষিত তরুণ জনবল নিয়োগ করা হয়। এ জনবলকে দেশি-বিদেশি ট্রেইনিংয়ের মাধ্যমে পলিসি ও কৌশল গবেষণা, টিচার ট্রেইনিং ব্যবস্থার উন্নয়ন, কারিকুলাম তৈরি, পরীক্ষা পদ্ধতির উন্নয়ন, তথ্য প্রযুক্তি সেবাদানে সক্ষম করে গড়ে তোলা হয়।

সেসিপের সার্বিক কর্মকাণ্ডের মূলে ছিল মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা ও দায়িত্ববোধ বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারফরম্যান্স বেইজড ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম) নামক নতুন একটি তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা। এ লক্ষ্যে দেশি-বিদেশি পরামর্শক, বিশেষজ্ঞ ও সরকারি জনবল দিয়ে জামালপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জে পাইলটিং কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরে দেশের সব জেলায় কার্যক্রম শুরু করার জন্য জনবল নিয়োগ ও ট্রেইনিং দেয়া হয় এবং ২০০৬ সালের মধ্যে অধিকাংশ জেলায়ই কার্যক্রম শুরু হয়।

সেসিপের আওতায় অপর পাইলটিংটি করা হয় স্কুল বেইজড অ্যাসেসমেন্ট (এসবিএ) চালুর মাধ্যমে পরীক্ষা মূল্যায়ন পদ্ধতির কাঠামোগত সংস্কার সাধনের জন্য। প্রকল্প মেয়াদের মধ্যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি প্রয়োগের জন্য সরকার নির্দেশনা দেয়। এছাড়া মুখস্থ বিদ্যা নির্ভর প্রশ্নপত্রের ধারা পরিবর্তনের জন্য গবেষণা পরিচালনা করা হয়।

সেসিপের আওতায় অতি ক্ষুদ্র পরিসরে হলেও, শিক্ষা ক্ষেত্রে অর্থসংস্থানের উৎস ও ব্যয় পদ্ধতির দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্কুল ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ডের (এসআইএফ) সম্ভাবনা পাইলটিং করা হয়। এসআইএফের আওতায় ৩৬০টি প্রতিষ্ঠানে ৬০ হাজার টাকা করে অনুদান দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠানগুলো এ অর্থ ক্লাস রুমের উন্নয়ন, শিক্ষা সামগ্রী ক্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে। ঠিকাদারি প্রথার প্রচলিত ব্যয় পদ্ধতির পরিবর্তে হেড মাস্টারের নেতৃত্বে সরকারি প্রতিনিধি ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে এ অর্থ ব্যয় করা হয়। সরকার পরিচালিত গবেষণায় দেখা যায়, পাইলটিং পদ্ধতিটি ঠিকাদারি প্রথার চেয়ে অধিকতর কার্যকরী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক। তবে পদ্ধতিটি দেশব্যাপী চালুকরণের জন্য অধিকতর পরিসরে পাইলটিং এবং তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন প্রয়োজন। ফলে ন্যাশনাল এডুকেশন ফান্ড গঠন করা সম্ভবপর হবে।

শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করা মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য নবম-দশম শ্রেণীর কারিকুলাম সংস্কার করে বর্তমান বহুমুখী কারিকুলামের পরিবর্তে একমুখী কারিকুলাম চালুর জন্য কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়। কারিকুলামটি ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে চালু করার পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা না থাকায় কারিকুলামটির বাস্তবায়ন স্থগিত করা হয়।

বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমিক শিক্ষা খাত সংস্কারের এ পর্যায়ে ইতিপূর্বে প্রণীত ২০১০ সালে সমাপ্ত ১০ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার রিভিউ করে ২০০৭-১৩ সাল মেয়াদি পরিকল্পনা নেয়া হয়। এ পরিকল্পনার আওতায় ২০০৭-এর জানুয়ারিতে শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রমের দ্বিতীয় পর্যায় সূচিত হয় সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি) বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরুর মাধ্যমে। মোট প্রকল্প ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। অর্থায়ন করছে সরকার ৩০ ভাগ এবং এডিবি ৭০ ভাগ।

সেসিপের মতো এসইএসডিপির মূল লক্ষ্য শিক্ষাকে কর্মসংস্থান উপযোগী করা। অর্থাৎ সরকার মাধ্যমিক শিক্ষা খাত সংস্কারের মূল লক্ষ্যে অবিচল রয়েছে। মূল লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য সেসিপের আওতায় সূচিত প্রায় সব কার্যক্রম অব্যাহত রাখা ও জোরদার করার পাশাপাশি নতুন কিছু কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে মাধ্যমিক শিক্ষা খাত সংস্কারের আওতায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্তকরণ। এসইএসডিপির আওতায় মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা আধুনিকায়নের মডেল তৈরির জন্য ৩০টি মাদ্রাসায় পাইলটিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করা হচ্ছে। এছাড়া মাধ্যমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে ই-লার্নিং চালুকরণের জন্য ২০টি সরকারি বিদ্যালয়ে পাইলটিং কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এসইএসডিপির আওতায় শুধু ছাত্রী উপবৃত্তির পরিবর্তে প্রো-পুওর উপবৃত্তি চালু করে উপবৃত্তি দেয়ার ক্ষেত্রে একটি যুগান্তকারী পরিবর্তনের সূচনা করা হচ্ছে। প্রো-পুওর উপবৃত্তি ব্যবস্থার মাধ্যমে শুধু ছাত্রীরা ছাড়াও মোট ছাত্রের ১০ ভাগ উপবৃত্তি লাভ করবে। এছাড়া মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার জন্য তাদের অন্তর্ভুক্তসহ বাড়ানো হয়েছে বৃত্তির হার।

সেসিপ থেকে প্রাপ্ত শিক্ষার আলোকে নতুন কারিকুলাম ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালুকরণের আগে ব্যাপক সচেতনতা এবং সক্ষমতা তৈরির জন্য প্রচার ও টিচার ট্রেইনিংয়ের কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে সেসিপের গবেষণা থেকে প্রাপ্ত প্রশ্নপত্র প্রণয়ন কাঠামো বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রস্তুতি চলছে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন করার।

সার্বিক বিবেচনায় সেসিপের মাধ্যমে শিক্ষাকে কর্মসংস্থানের উপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্য হাতে নেয়া হলেও প্রত্যক্ষভাবে এ লক্ষ্য এখনো বাস্তবায়ন হয়নি। আশা করা যায় এসইএসডিপির মাধ্যমে এ লক্ষ্য সরাসরি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। কিন্তু হতাশার বিষয় হচ্ছে এ ক্ষেত্রে কিভাবে ও কতোজন মাধ্যমিক শিক্ষার্থীকে কর্মসংস্থানের আওতায় নিয়ে আসা হবে তা নির্ধারণ করা হয়নি কিংবা কর্মসংস্থানমূলক কারিকুলাম তৈরির কোনো কৌশলও গ্রহণ করা হয়নি। কারিকুলাম তৈরির পর তার সমালোচনা না করে কিভাবে কারিকুলামকে কর্মসংস্থানমূলক করা যায় এ বিষয়ে দেশের সচেতন শিক্ষাবিদ, বিশেষজ্ঞ ও সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীকে পরামর্শ ও সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। তবে এ জন্য প্রকল্পকে ব্যাপক প্রচার কার্যক্রম হাতে নিতে হবে যা প্রকল্পের আওতায় নেয়া সম্ভব। বর্তমান সংস্কারমুখী তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিক্ষা ক্ষেত্রে এ রকম একটি সংস্কার কার্যক্রমে এখনই এগিয়ে আসতে পারে।

akhterbw@yahoo.com
enamprb@yahoo.com

05 NOV 2007